দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 NOV 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

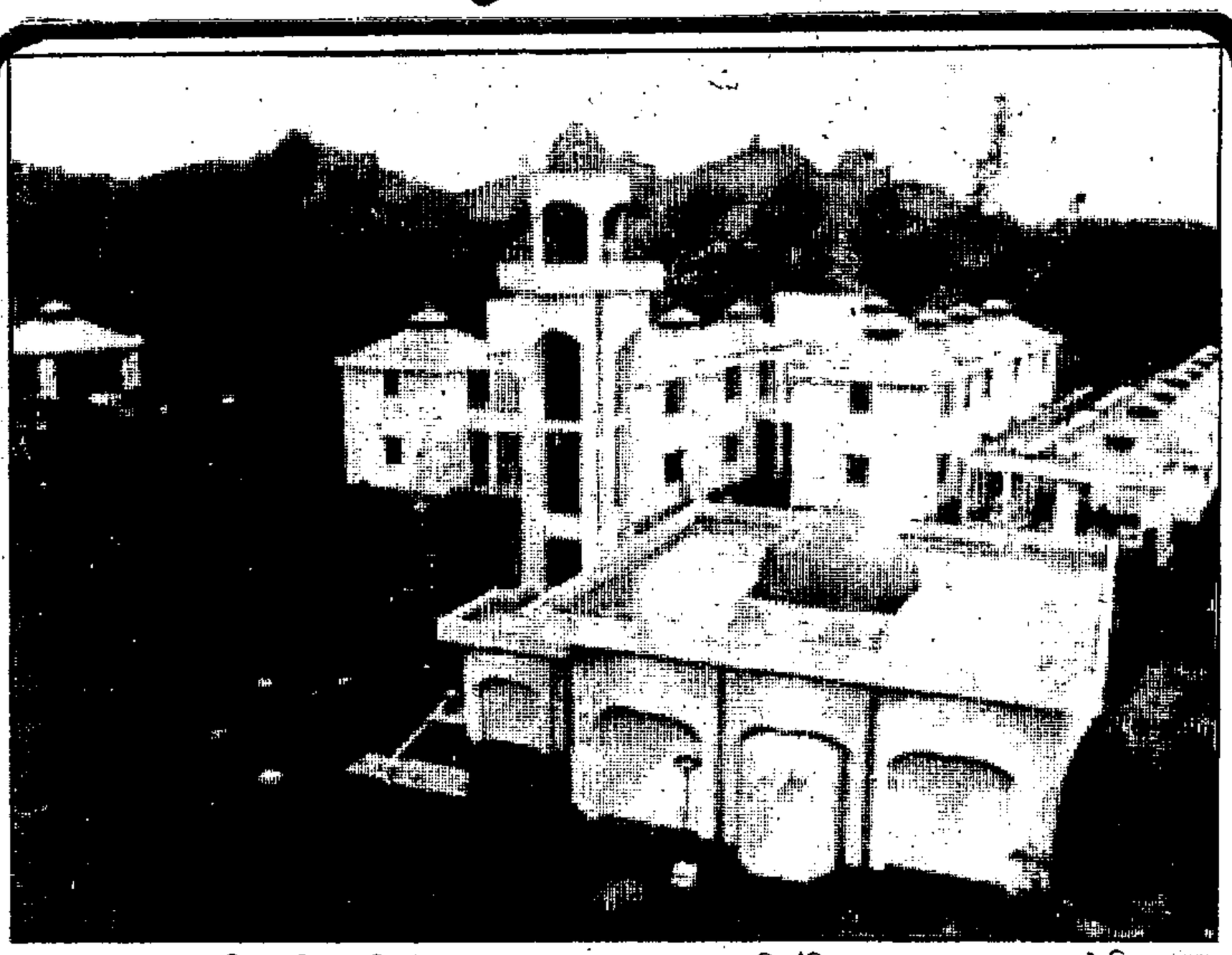

রাঙ্গুনিয়া জিয়ানগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রথম কবরের পাশে স্থাপিত জিয়া কমপ্লেক্স —দৈনিক বাংলা

জিয়া কমপ্লেক্স ঃ এতিম শিশুরা এখানে কারিগরি শিক্ষা পাবে

কাশেম মাহমুদ ঃ দুঃস্থ ও এতিম শিশু-কিশোরদের কারিগরি ও প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার জিয়া নগরে 'জিয়া কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুঃস্থ ও এতিম শিশুদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য এই কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতিম শিশু-কিশোররা এখন আর শিক্ষার পাঠ থেকে দূরে থাকবে ন। কারিগরি জ্ঞানলাভের পর বড় হয়ে বেকারত্বের অভিশাপে থাকতে হবে না। শতাধিক এতিম শিশু-কিশোর এখন থেকে জিয়া কমপ্লেক্সে পাঠ্যজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা লাভ করবে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে এই জিয়া কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ শনিবার চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এই জিয়া কমপ্লেক্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়তলী এলাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) অতিক্রম করে গেলেই বাম পাশে রাস্তার ধারে এক নির্জন পাহাড়ী এলাকা। মাত্র ৫ বছর আগেও যেখানে কোন লোকালয় ছিল না। সেই জনবসতিহীন অখ্যাত পাহাড়ী এলাকাটি এখন কোলাহলমুখর। শতাধিক এতিম শিশুর আবাসিক সুবিধা, পাঠ্যজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভিপ্রায়ে গড়ে ওঠে জিয়া কমপ্লেক্স। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রথম কবরের পাশে ৪ একর পাহাড়ী জমিতে গড়ে তোলা হয় এই কমপ্লেক্স। জিয়া কমপ্লেক্স নির্মাণের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯০ লাখ টাকা। কমপ্লেক্সে রয়েছে পাহাড়ের কাছে শহীদ জিয়ার প্রথম কবরের ছাউনি। রয়েছে প্রায় ১শ এতিম-দুস্থ শিশুর আবাসিক সুবিধা, পাঠ ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ দুটি অত্যাধুনিক ভবন, সুউচ্চ মিনার নিয়ে মসজিদ।

১৯৮১ সালের ২৯ মে। দেশের নন্দিত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দুদিনের সফরে চট্টগ্রাম আসেন। সারাদিনের ক্লান্তিহীন ব্যস্ততার পর রাতে প্রেসিডেন্ট জিয়া সার্কিট হাউসে রাতযাপনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েন। মধ্যরাতে প্রবল বর্ষণ। নিস্তব্দ নগরী। শেষরাতে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ঘাতকদল হানা দেয় সার্কিট হাউসে। মর্টার শেলের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় প্রেসিডেন্টের শয়ন কক্ষ। ঘাতকের বুলেটে ঝাঝরা হয়ে যায় প্রেসিডেন্টের দেহ। প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকারীরা তাকে হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি। লাশ গুম করার প্রচেষ্টা চালায়। সকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াসহ অপর দুই নিহত সেনাসদস্যের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের ৩০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়তলী এলাকায়। এখানে রাস্তার ধারে জঙ্গল আবৃত পাহাড়ের কাছে জিয়াসহ ৩ জনকে একই কবরে সমাহিত করা হয়। কিন্তু ঘাতকদল মানুষের হৃদয় থেকে জিয়াকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেনি। মাত্র একদিন পরেই এখান থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ উদ্ধার করে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই কবরটিকে ঘিরে জিয়াপ্রেমী জনগণ জায়গাটির নামকরণ করেন জিয়ানগর। এই জিয়ানগরেই প্রেসিডেন্টের প্রথম সমাধিস্থলকে স্মরণীয় করে রাখতে বর্তমান সরকার বহুমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে গড়ে তুলে জিয়া কমপ্লেক্স। জিয়া কমপ্লেক্সের অদূরে গড়ে ওঠেছে '২১০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের যাত্রীরা জিয়ানগর অতিক্রমকালে একপলক তাকায় তাদের প্রিয় নেতার কবরের দিকে। যাত্রীবাহী বাসগুলো জিয়ানগরে স্টপেজ করে, এখন যাত্রী ওঠানামা করে। এই কমপ্লেক্সে রয়েছে আধুনিক স্থাপত্য ও ইসলামিক ঐতিহ্যের কারুকাজ। সমাজসেবা অধিদফতর এই কমপ্লেক্সের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করে। একজন মহানুভব ব্যক্তি, এতিম শিশুদের অতি প্রিয়জন, জননন্দিত রাষ্ট্রনায়ক শহীদ জিয়ার নামকরণে প্রতিষ্ঠিত জিয়া কমপ্লেক্স এখন এতিম শিশুদের পদচারণায় মুখরিত। পিতৃ-মাতৃহীন এসব শিশু নিজেদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সকলের ভালবাসায় বড় হচ্ছে। কাকডাকা ভোরে মসজিদের সুউচ্চ মিনার থেকে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি। এতিম শিশুরা ঘুম থেকে ওঠে সারি বাঁধে নামাজের কাতারে। এরপর কোরআন তেলাওয়াত, পাঠদান, কারিগরি শিক্ষা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক বিষয় নিয়েই প্রতিটি দিন অতিবাহিত হয়। এসব শিশু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে কখনো দেখেনি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শুনেছে। কমপ্লেক্সের শিক্ষকদের কাছ থেকে জিয়ার কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানছে। এসব এতিম-দুস্থ শিশু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াকে না দেখলেও বর্তমান সরকার যে জিয়ার আদর্শের উত্তরসুরি তা জানে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই কমপ্লেক্স উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন এই ভেবে তারা আনন্দিত। যেসব এতিম শিশু এই কমপ্লেক্সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা প্রতিদিন জিয়ার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে— শিশুপ্রিয়, মহানুভব এই রাষ্ট্রনায়কের বিদেহী আত্মা যেন শান্তি পায়।